

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)  
এর বর্ণনা ও নির্দেশনার  
আলোকে নিজ জীবন  
অতিবাহিত করার লক্ষ্যে  
বাস্তবায়নকারী সুউচ্চ-মহান  
পরিকল্পনা ও লক্ষ্যের  
ঈমানোদ্দীপক বর্ণনা।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ  
وَعَلَى عَبْدِهِ الْمَسِيحِ الْمَوْعُودِ

29 APRIL 2022

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল  
মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ  
আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক  
ইউ.কে. যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে  
অবস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ  
মুবারক হতে প্রদত্ত ২৯ এপ্রিল  
২০২২ তারিখের জুম'আর খুৎবা

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ  
الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ  
نَسْتَعِينُ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

তাশাহুদ, তাউয এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন :

রমযান এল এবং যে সমস্ত ব্যক্তির আঁহ থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করেছে; তাদের  
সকলকে কৃপাবারিতে সিক্ত করে চলে গেল। একজন বুদ্ধিমান ও প্রকৃত মোমিন ব্যক্তি সর্বদা স্মরণ রাখে  
এবং রাখাও উচিত যে, যদিও ফরয রোযা শেষ হচ্ছে, কিন্তু অন্যান্য আবশ্যকীয় এবাদতের মান সমুন্নত  
রাখার ও সেগুলোতে ক্রমাগত উন্নতি করার সময় শুরু হচ্ছে। রমযানের পর একাজ কিভাবে করতে হবে  
তা যদি আমরা ভুলে যাই, তবে আমরা রমযান সেভাবে অতিবাহিত করিনি যেভাবে মহানবী (সাঃ) করতে  
বলেছেন।

আমাদের সৌভাগ্য হল এই যে, আঁহযরত (সাঃ)এর নিষ্ঠাবান সেবক হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)  
প্রত্যেকটি বিষয়ে আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন তথা জীবন-যাপনের জন্য আমাদেরকে  
ইসলামের খাঁটি শিক্ষার অনুসরণে এক কর্মপন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা অবলম্বন করলে এক রমযান  
থেকে দ্বিতীয় রমযানকে মিলিত করার ভূমিকায় আমরা ধাবমান হতে পারব; এবং এ হচ্ছে, এযাবৎ  
আমাদের মাঝে যে সমস্ত ভুল ত্রুটি বা গুনাহ হয়ে গিয়েছিল; তা থেকে বাঁচানোর রাস্তা। সুতরাং সেসমস্ত  
নির্দেশিত কিছু উপদেশাবলী এখানে উপস্থিত করব।

আঁহযরত (সাঃ) বারংবার মোমিনদিগকে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে; নামাজ  
পরিত্যাগ মানুষকে কুফর বা শিরকের নিকটবর্তী করে দেয়। অতঃপর তিনি (সাঃ) একথাও বলেছেন যে,  
কিয়ামতের দিনে বান্দার নিকটে সর্বাত্মে যে জিনিসের হিসাব নেওয়া হবে; তা হচ্ছে নামায। যদি এ হিসাব  
ঠিক থাকে তাহলে সে সফলকাম হবে এবং সে নাজাত (মুক্তি) পাবে। সুতরাং এই হচ্ছে নামাযের গুরুত্ব;  
যা কোন বিশেষ মাসের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরঞ্চ প্রতিদিন পাঁচ-বার নামাযের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা  
হয়েছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নামাযের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আমাদেরকে বারংবার নির্দেশ  
দিয়েছেন। তিনি (আঃ) বলেন; আল্লাহ তাআলা বলেছেন : وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ অর্থাৎ মানুষকে  
শুধুমাত্র এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং এটা অতীব জরুরী যে; এবাদতকে সেইরূপ  
আকর্ষণ ও তৃপ্তির পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে; যে উদ্দেশ্যে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রত্যেক জিনিসে  
একপ্রকারের স্বাদ থাকে এবং তা থেকে মানুষ তৃপ্তি নিয়ে থাকে; তাহলে এবাদত থেকে কেনই বা মানুষ  
স্বাদ পাবেনা? ভালভাবে জেনে নাও যে এর মাঝেও একপ্রকারের স্বাদ রয়েছে এবং এ স্বাদ পার্থিব  
সমস্তপ্রকারের আনন্দ থেকে সমস্তপ্রকারের স্বাদ থেকে উন্নতমানের ও উত্তম স্বাদ।

বলেন! যে বিষয়ে মানুষের কোন অভিজ্ঞতা নেই; যে ব্যক্তি সমস্তপ্রকারের অনুভূতিহীন হয়ে  
পড়ে, সে কিভাবেই বা কোন নেয়ামত বা তার স্বাদ অথবা তৃপ্তি পেতে পারে? এরূপ সমস্যার সমাধান

বা নিবারনের রাস্তাও তিনি (আঃ) বর্ণনা করেছেন। বলেন; খোদাতাআলার নিকটে অতীব জোশ তথা কান্নাকাটির সহিত এ দোয়া করতে হবে যে, (হে খোদা) তুমি যেরূপ পার্থিব বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে রকমারি স্বাদের সৃষ্টি করেছ; অনুরূপ (তুমি আমার মাঝে) নামায তথা তোমার এবাদতের স্বাদ অনুভব করাও। তবেই সঠিক স্বাদ পাওয়া সম্ভব হবে; এবং এরূপে যখন কেউ একবার (দোয়ার স্বাদ) পায়; তখন সে এর আনন্দও তৃপ্তির সহিত অনুভব করতে পারে। অতঃপর সে এর প্রতি আরও বেশী লক্ষ্য রাখতে শুরু করে। দেখ! যখন কেউ সুন্দর কোন জিনিস একবার অন্তরঙ্গতার সহিত দেখে ফেলে; সেটা তার অন্তরে ছাপ ফেলে দেয়; আর যখন সে কোন কুৎসিত বস্তু দেখে তার ঘৃণিত প্রতিচ্ছবিও তার পুরো শরীরে প্রকট হয়ে যায়। হ্যাঁ এর সহিত যদি তার কোন সম্পর্ক না থাকে তাহলে তা মনে থাকার বিষয় নয়। অনুরূপভাবে বে-নামাজী ব্যক্তির দৃষ্টিতে নামাজ একপ্রকারের বোঝাস্বরূপ, তার নিকটে এরূপ মনে হয় যে; অকারনে ভোরে উঠে ঠাণ্ডায় ওজু করা, আরাম ত্যাগ করে, সুন্দর স্বপ্ন ছেড়ে, নানাপ্রকারের সুখ সুবিধা ত্যাগ করে নামাজ পড়তে হয়। নামাজের পরিবর্তে আরামের ঘুম তথা শুয়ে তাকে অধিক আনন্দ দেয়। বলেন! সে ব্যক্তি জানে না, তাহলে নামাজের আনন্দ তার কিভাবে আসবে। যে নিষ্ঠাবান মোমিন, সে নামাজে সুদৃঢ় থাকে, নামাজ নিরন্তর ও নিয়মিতভাবে পড়তেই চলে যায়; এমনকি নামাজের মাঝে তার স্বাদ আসতে শুরু করে। যেমনটি একজন নেশাখোর ব্যক্তির মস্তিষ্ক একপ্রকারের আনন্দময়ী স্বাদের সন্ধান করে; যা প্রাপ্ত করা তার মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে মস্তিষ্কের মাঝে অন্যান্য সমস্তপ্রকারের নেশা ত্যাগ করে নামাজের মাঝে স্বাদ পেতে হলে; আপ্রাণভাবে দোয়ার সহিত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে; এবং একপ্রকারের নিষ্ঠা ও জোশের সহিত কম করে হলেও সেই নেশাখোর ব্যক্তির ব্যাকুলতা এবং কষ্টের মত এইরূপ দোওয়া করে যেতে হবে যে; হে আল্লাহ! আমার নামাজের মাঝে নেশাখোরের ন্যায় মজা বা স্বাদ দাও। তিনি (আঃ) বলেন, আমি বলতে পারি এবং সত্য সত্যই বলছি যে, নিশ্চিতভাবে যদি সেইরূপ ব্যাকুলতার সহিত দোওয়া করা যায়; তাহলে অবশ্যই আনন্দ পাওয়া সম্ভব। অতঃপর সেই আনন্দ নেশার ন্যায় লাভ করতে হলে তথা সেই অসুখ হতে চিরতরে মুক্তি পেতে হলে আরও দোয়ার আবশ্যিক। কেবলমাত্র সাংসারিক প্রয়োজনের তাগিদে দোয়া নয়, বরঞ্চ এর জন্যও দোয়া করতে হবে। যেমনটি অসুস্থতা থেকে রোগমুক্তির জন্য মানুষে সর্বপ্রকারের ব্যবস্থা গ্রহন করে, চিকিৎসাও করে, দোয়াও করে, সেইরূপে এর জন্যও দোয়া করতে হবে।

কিছু কিছু লোকে জিজ্ঞেস করে, সুন্দরভাবে নামাজ পড়া বলতে কি বোঝায়? উত্তর হচ্ছে যে; নামাজ ধীরে ধীরে প্রয়োজনানুযায়ী এবং পূর্ণ সময় ধরে, নামাজের মাঝে যেসব প্রক্রিয়াগুলি করা হয়, সেগুলোকে সম্পূর্ণ সময় দিয়ে আরামের সহিত পড়া হয়।

আবার নামায যথার্থভাবে বুঝে বুঝে আদায় করার প্রতি নিজ ধ্যান কেন্দ্রীত করার পরে একজন মোমিন ব্যক্তির কুরআন করীমের প্রতি ধ্যান দেওয়া আবশ্যিক। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, আমাদের জামাতের উচিত যে কুরআন করীমে গভীর মনোনিবেশের সহিত সম্পূর্ণভাবে অন্তরঙ্গভাবে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এসময়ে কুরআন করীমের অস্ত্র তোমরা নিজের হাতে নিয়ে নাও, তাহলে বিজয় নিশ্চিত তোমাদেরই। এ নূরের সামনে কোন অন্ধকার টিকতে পারবে না।

আবার পূণ্য স্থাপনের জন্য তিনি দিক-নির্দেশনা দিয়ে বলেন যে, ধর্মকে সর্বদা জাগতিকতার ওপরে প্রাধান্য দাও; এর জন্য যেখানে ঈমানের সুদৃঢ়তা অনিবার্য সেখানে জ্ঞান তথা আমলের উন্নতিও অনস্বিকার্য; আবার এর জন্য চেষ্টাও যথার্থভাবে করে যেতে হবে।

আবার রমযানের কুপাধারা জারী রাখার ক্ষেত্রে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদেরকে যে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন, নিজেদের মাঝে সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেরূপ উচ্চ আচরণের আমরা রমযান মাসে চেষ্টা করেছি, তাকে জারী রাখতে হবে। নিজেদের মধ্যে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্ব এগিয়ে নিয়ে যাওয়া তথা একে অপরের অধিকার রক্ষা করা। তিনি (আঃ) বলেন যে আমাদের জামাতাত সফল ও সুশোভিত হবে না যতক্ষণ না নিজেদের মধ্যে সত্যিকার অর্থে সহানুভূতির সৃষ্টি না হবে। বলেন; আমাদের জামাতে পালোয়ানের প্রয়োজন নেই; বরঞ্চ এমন শক্তিশালী ব্যক্তির প্রয়োজন, যারা শিষ্টাচারে পরিবর্তনের জন্য চেষ্টাশীল হবে। অতঃপর রমযানে যে তাকওয়া'র প্রারম্ভ করা হয়েছে, সেই তাকওয়া'র চাহিদাও এটাই যে

নিজেদের মাঝের সম্পর্ককে মধুর থেকে সুমধুর করতে হবে তথা একে অপরের সহিত ব্যবহারের মাঝেও শিষ্টাচার তথা সুন্দর নৈতিকতার দৃষ্টান্ত যেন স্থাপন করা হয়।

আবারো তিনি (আঃ) বলেন; আমি অনেকবার বলেছি যে তোমরা নিজেদের মাঝে সহমতির সৃষ্টি কর তথা একত্র হয়ে বসবাস কর। খোদাতাআলা মুসলমানদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে তোমরা এক সংযুক্ত অস্তিত্ব রাখ; অন্যথা তোমাদের বেগতিক অবস্থা হবে। রসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন যে তোমরা নিজেদের মাঝে ভালবাসার সৃষ্টি কর তথা একে অপরের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোওয়া কর; এটা অনেক বড় পুণ্যের কাজ। বলেন যদি কোন এক ব্যক্তি অন্যের অনুপস্থিতিতে দোওয়া করে; তাহলে ফেরেস্টা বলে যে, তোমার জন্যও এরূপ হোক। এমতাবস্থায় যদিও বা মানুষের দোয়া কবুল না হয়, তাহলে ফেরেস্টাদের দোওয়া তো কবুল হয়ে যায়। স্মরণ রেখো! যতক্ষণ না তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি এমন না হয়, যে নিজের জন্য যা কিছু পছন্দ করে তা তার ভাইয়ের জন্য করে না; তাহলে সে আমার জামাতের মধ্যে নয়; সে যন্ত্রণা এবং কঠিন পরিস্থিতির মাঝে থাকলে তার পরিণাম তো ভাল নয়।

তিনি বলেন যে; খোদার সহিত ভালবাসা সৃষ্টি করার অভিপ্রায় কী? এটাই যে, নিজ মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান তথা নিজের অস্তিত্ব—এককথায় প্রতিটি বিষয়ের ওপরে আল্লাহর ইচ্ছাকে প্রমুখ মর্যাদা দেওয়া। সুতরাং কুরআন করীমে এরকমটি এসেছে যে; তুমি খোদাতাআলাকে সেরূপে স্মরণ কর, যে রূপভাবে তুমি তোমার পিতাকে স্মরণ করে থাক; বরঞ্চ তার চাইতেও বেশী তথা গভীর প্রেমের সহিত স্মরণ কর। বলেন যে, বাস্তবিক একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এটা আবশ্যিক যে খোদাতাআলার প্রতি ভালবাসার অংশ যেন সম্পূর্ণভাবে হয়ে যায়। আর এ ভালবাসার ততক্ষণ পর্যন্ত প্রমাণ হয় না যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে তার আদেশানুসার আমল না করা হয়। এজন্য প্রয়োজন; খোদার রাস্তায় নিজ জীবন উৎসর্গ করা, আর এটাই ইসলাম। এই সেই উদ্দেশ্য যার জন্য আমি প্রেরিত হয়েছি। অতঃপর যে ব্যক্তি এ সময়ে এই স্রোতের নিকটে আসবে না, যা খোদাতাআলা এজন্যই প্রবাহিত করেছেন। নিশ্চয় সে ভাগ্যহীন। ইব্রাহীম (আঃ)এর এই মহান নিষ্ঠা ছিল যে; তিনি তাঁর পুত্রের কুরবানী করার জন্য তৈরী হয়ে গিয়েছিলেন; ইসলামের যথার্থতা এটাই যে, এযুগেও তদ্রূপ বহু ইব্রাহীম তৈরী করা।

আল্লাহতাআলা ইব্রাহীমের বিশেষতা বর্ণনা করে বলেন যে, তিনি অনুগত ছিলেন, অতঃপর তোমাদের মধ্যে প্রত্যেককে চেষ্টা করতে হবে যে তোমরা ইব্রাহীম হও, খোদাতাআলা ধোকা খান না বা কেউ খোদাকে ধোকাও দিতে পারে না। এজন্যই প্রয়োজন এটাই যে তোমরা নিজেদের মাঝে সত্যিকারের নিষ্ঠা এবং সত্যতার সৃষ্টি কর; আর এর জন্য নিরন্তরভাবে আল্লাহতাআলার দরজায় রুকে যাও তথা নিজের প্রতিটি আগত দিনকে নিষ্ঠার সহিত খোদাতাআলার সহিত অটুট সম্পর্ককে গভীর করার নিমিত্তে চেষ্টাকারী হও।

গভীরভাবে স্মরণ রেখো, মৃত্যু কখন যে চলে আসে কেউ জানেনা। সুতরাং এ কথা তো পাক্কা যে মৃত্যু অবশ্যই আসবে। অতএব শুধুমাত্র দাবীর সহিত থেকে না এবং একথায় সন্তুষ্ট থেকে না, খুশী থেকে না। এটা কখনোই লাভদায়ক নয়। যতক্ষণ না মানুষ নিজের ওপরে নিজেই মৃত্যুকে আনয়ন করে না; নিজের মাঝে এক পরিবর্তন বা ক্রান্তি আনে না; সে মানবিকতার বাস্তবিক উদ্দেশ্য হাতে পায় না। তিনি (আঃ) বলেন এটাই বৃহৎ বিচারণীয় কথা; সুতরাং একথাকে হালকাভাবে নিও না। মুসলমান হওয়া সহজ নয়। কতটা লজ্জাজনক কথা এই যে, মানুষ মহানবী (সাঃ)এর উম্মত বলে বলে নিজেকে সন্মোদিত করে অথচ কাফেরের জীবন অতিবাহিত করে। একথা আজ পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, আল্লাহতাআলার প্রিয় হওয়াই মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, কেননা যতক্ষণ না আল্লাহতাআলার প্রিয় না হওয়া যায়, আল্লাহতাআলার ভালবাসা না অর্জন করা যায়, ততক্ষণ সফল জীবন যাপন করা সম্ভব নয়। আর একথার উৎস হচ্ছে হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাঃ), যিনি নিজ ব্যবহারিক কর্ম দ্বারা যা কিছু ইসলামের মাঝে শিখিয়েছেন; তুমি সেই ইসলাম নিজের মাঝে সৃষ্টি কর।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, স্মরণ রেখো যে; সেই জামাআত যা খোদাতাআলা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন; তা পুণ্য-আমল ব্যতীত জীবিত থাকতে পারে না। এ সেই মহান জামাআত; যার প্রস্তুতিপর্ব হযরত আদম (আঃ)এর সময় থেকে শুরু হয়েছে। এমন কোন নবী পৃথিবীতে আসেন নি, যিনি

এ র সূচনা না দিয়ে গেছেন। সুতরাং এর সম্মান কর তথা এর সম্মান এই যে, নিজ কর্ম দ্বারা এটাই প্রমাণ করে দেখাও, তুমিই সত্যমার্গীদের দলভুক্ত। রমযানের মধ্যে আমরা যে শিক্ষার্জন করেছি; এ শিক্ষা বছরের শেষে তথা প্রত্যেক মাসেই আমলে রাখতে হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর শব্দ থেকে একটি কার্যপদ্ধতি আমি সামনে রেখেছি মাত্র। সেই অনুযায়ী কাজ করার ভরপুর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। নিজ নামাজ ধরে ধরে আদায় করতে হবে, কুরআন করীমের ওপরে আমল করতে হবে, একে অপরের অধিকার রক্ষা করতে হবে, একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রত্যেককে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, তবেই আমরা বয়আতের অধিকার আদায়কারী বলে সাব্যস্ত হতে পারব; আল্লাহতাআলা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন।

বিশ্বের জন্য দোওয়া করুন। বিশ্বের অবস্থার পরিবর্তন হোক। নিজেদের মধ্যে যে শত্রুতা চলছে, এক দেশ অন্য দেশের ওপরে যে আক্রমণ চালাচ্ছে; তারা যেন বুদ্ধিমত্তার সহিত কাজ নেয় ও এসমস্ত ঝগড়া থেকে থেমে যায়, অন্যথা বিশ্ব আজ বিনাশের দিকে ক্রমশ এগিয়ে চলেছে। তথা সকলেই যেন নিজ সৃষ্টিকর্তা খোদাকে চিনতে পারে; যাতে করে তারা এ সমস্যা থেকে বেরোতে সক্ষম হয়। এইরূপে যেসব আহমদী বন্দী রয়েছে পাকিস্তান, আফগানিস্তান তথা আলজিরিয়ায় তাদের জন্য দোওয়া করুন। পাকিস্তান তথা বিশ্বের কিছু অন্য দেশেও আহমদীদের যেরূপ অবস্থা সে পরিপ্রেক্ষিতে দোওয়া করুন। আল্লাহ করুন যেন পাকিস্তানেও আহমদীরা স্বতন্ত্রতাপূর্বক বসবাস করতে পারে।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) খুৎবার শেষে মুকাররম আব্দুল বাকী আশরাফ সাহেব মরহুমের উন্নত চরিত্রের ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী তথা সিলসিলার সেবায় মরহুমের আত্মবলিদানের বর্ণনা করে জুমআর নামায শেষে মরহুমের হাজির জানাযা আদায় করার ঘোষণা করেন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ مُحَمَّدٌ هُوَ وَسَيِّدِيْنُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَتَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرٍ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِيْهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. عِبَادَ اللّٰهِ رَجَعَكُمْ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَاذْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلِذِكْرِ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

(‘মজলিস আনসারুল্লাহ ভারত’ থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুৎবার অনুবাদ)

**BANGLA KHUTBA KHULASA JUMAH**

**HUZOOR ANWAR (ATBA)**

**29 APRIL 2022**

**DISTRIBUTED BY**

Ahmadiyya Muslim Mission  
Badarpur, P.O. Boaliadanga  
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

*Prepared by* **MANSURAL HAQUE**

NAZIMANSARULLAH, DISTRICT : BIRBHUM, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: [www.alislam.org](http://www.alislam.org) / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

TO,

-----  
-----  
-----

